blast
ব্লাস্ট

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্টের পক্ষ থেকে
খসড়া সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬-এর
উপর উদ্বেগ ও পর্যবেক্ষণের সারসংক্ষেপ এবং সুপারিশের সারসংক্ষেপ

উদ্বেগ ও পর্যবেক্ষণের সারসংক্ষেপ

১। ব্লাস্টের উদ্বেগ হলো, পর্যাপ্ত জনপরামর্শ ও বিশেষজ্ঞ-পর্যালোচনা ছাড়াই খসড়া আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ছাড়া, আইসিটি আইনের ৫৭ ধারা, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এবং সাইবার নিরাপত্তা আইনসহ পূর্ববর্তী আইনগুলোর অধীনে সাইবার অপরাধসংক্রান্ত বিধানের প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ থেকে অর্জিত শিক্ষা খসড়া আইনে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়নি।

১.১। অস্পষ্ট ভাষায় প্রণীত মতপ্রকাশ-সম্পর্কিত অপরাধ ও আইনি অনিশ্চয়তা: খসড়ায় 'মানহানি', 'হেয় প্রতিপন্ন করা', 'বুলিং', 'গুজব' ও 'ভুল তথ্য' ছড়ানোসহ মতপ্রকাশ-সম্পর্কিত বিস্তৃত পরিসরের অপরাধ অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এসব শব্দের অস্পষ্ট ও ব্যক্তিনির্ভর অর্থের কারণে কোন আচরণ অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে, তা নির্ধারণের জন্য সুস্পষ্ট, সহজবোধ্য ও পূর্বানুমানযোগ্য মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয় না।

১.২। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর নিরুৎসাহমূলক প্রভাব: এ ধরনের বিস্তৃত ও অস্পষ্টভাবে প্রণীত অপরাধসংক্রান্ত বিধানসমূহ খামখেয়ালিভাবে প্রয়োগের ঝুঁকি তৈরি করে এবং আইনসম্মত মতপ্রকাশকে নিরুৎসাহিত করতে পারে। এতে বাংলাদেশের সংবিধান এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির ১৯ অনুচ্ছেদে স্বীকৃত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি রাষ্ট্রগুলোকে মানহানিকে অপরাধের আওতা থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছে এবং বলেছে, মানহানির জন্য কারাদণ্ড কখনোই উপযুক্ত শাস্তি নয়। জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা 'ভুয়া সংবাদ' ও 'ভুল তথ্য' সংক্রান্ত অপরাধের অস্পষ্ট বিধান নিয়ে সতর্ক করেছেন। বাংলাদেশে অতীতে ব্যবহৃত এ ধরনের বিধান সাংবাদিকতা ও বৈধ বা যুক্তিযুক্ত সমালোচনাকেও অপরাধে পরিণত করতে পারে।

১.৩। কনটেন্ট অবরোধ ও অপসারণের বিস্তৃত ক্ষমতা: খসড়ায় কনটেন্ট অবরোধ বা অপসারণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের পরিধি সম্প্রসারিত করা হয়েছে এবং 'মানহানি', 'হেয় প্রতিপন্ন করা', 'গুজব', 'ভুল তথ্য' ও রাষ্ট্রকে অপমান বা অসম্মান করে—এমন উপাদানসহ কয়েকটি অস্পষ্ট নতুন ভিত্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিদ্যমান কয়েকটি ভিত্তির ক্ষেত্রে 'ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে'—এমন একটি মানদণ্ডও যুক্ত করা হয়েছে, তবে এর যথাযথ সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। এসব পরিবর্তনের ফলে আইনসম্মত মতপ্রকাশের ওপর খামখেয়ালিপূর্ণ ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিধিনিষেধ আরোপের ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

১.৪। কনটেন্ট অবরোধ ও অপসারণের ক্ষেত্রে সুরক্ষাব্যবস্থা: খসড়ায় অবরুদ্ধ কনটেন্ট-সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ, অবরোধ আরোপের তিন দিনের মধ্যে সাইবার ট্রাইব্যুনালের অনুমোদন গ্রহণ এবং অনুমোদন না পেলে কনটেন্ট পুনর্বহালের বাধ্যবাধকতা বাদ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে স্বচ্ছতা, সময়মতো বিচারিক পর্যালোচনা এবং খামখেয়ালিপূর্ণ বা দীর্ঘস্থায়ী অবরোধের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দুর্বল হয়ে পড়বে। অবরোধের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর প্রস্তাবিত ব্যবস্থায়ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুস্পষ্ট মানদণ্ড ও সময়সীমা নির্ধারণ এবং সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি ও সাইবার ট্রাইব্যুনালের মধ্যে দায়িত্বের স্পষ্ট বিভাজন নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

১.৫। জাতীয় সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিলে নির্বাহী বিভাগের প্রাধান্য: খসড়ায় কাউন্সিলে আরও তিনজন মন্ত্রী ও দুজন সচিবকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। পাশাপাশি, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপারসনকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাবও রয়েছে। এর ফলে নির্বাহী বিভাগের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাবে এবং স্বাধীন মানবাধিকার তদারকি ও বিশেষায়িত দক্ষতার অন্তর্ভুক্তির সুযোগ হ্রাস পাবে।

১.৬। পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে পুলিশের ক্ষমতা সম্প্রসারণ: ২৫ ধারায় 'মানহানি', 'হেয় প্রতিপন্ন করা' এবং 'বুলিং'-সহ প্রস্তাবিত মতপ্রকাশ-সম্পর্কিত অপরাধগুলো আমলযোগ্য হবে। ফলে এসব অপরাধে পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে। মতপ্রকাশের কারণে সাংবাদিক, ভাষ্যকার ও সাধারণ মানুষকে গ্রেপ্তার ও আটক করতে অতীতে সাইবার আইন অপব্যবহারের নজির রয়েছে। এ বিধান সেই অপব্যবহারের পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি তৈরি করে।

১.৭। আদালতের এখতিয়ার সংক্রান্ত অসামঞ্জস্য: খসড়ায় সাইবার অপরাধের বিচার সাইবার ট্রাইব্যুনাল, প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মোবাইল কোর্টের ওপর ন্যস্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর ফলে, ডিজিটাল প্রমাণ-সংশ্লিষ্ট একই ধরনের অপরাধের বিচার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি ও প্রমাণ মূল্যায়নের মানদণ্ডে সম্পন্ন হতে পারে। যেসব অপরাধে ডিজিটাল প্রমাণ, কনটেন্টের রচয়িতা, অভিপ্রায় ও প্রেক্ষাপট বিস্তারিতভাবে যাচাই করা প্রয়োজন, সেগুলোর বিচারের জন্য মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম বিশেষভাবে অনুপযুক্ত।

১.৮। প্রতিষ্ঠানের ওপর অসামঞ্জস্যপূর্ণ দায় আরোপ: খসড়া আইনে অপরাধ সংঘটনের কারণে কোনো প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বা লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত করা, কিংবা তার কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার বিধান রাখা হয়েছে। মতপ্রকাশ-সম্পর্কিত অপরাধের ক্ষেত্রে এসব শাস্তি প্রয়োগ করা হলে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলো অসমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন, অ্যাডভোকেসি ও সমালোচনা নিরুৎসাহিত হতে পারে।

সুপারিশের সারসংক্ষেপ

২। এ পরিপ্রেক্ষিতে ব্লাস্ট নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ পেশ করছে:

২.১। অর্থবহ জনপরামর্শ: সাংবাদিক, মানবাধিকার সংগঠন, আইনজীবী, প্রযুক্তি ও সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ এবং অনলাইন মাধ্যম ব্যবহারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রভাবিত ব্যক্তিদের সঙ্গে অর্থবহ পরামর্শ ও মতামত সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করতে হবে।

২.২। অস্পষ্ট ভাষায় প্রণীত মতপ্রকাশ-সম্পর্কিত অপরাধসমূহ বাদ দেওয়া: ২৫ ধারা থেকে 'মানহানি', 'হেয় প্রতিপন্ন করা' ও 'বুলিং'-এর প্রস্তাবিত অপরাধসমূহ এবং 'গুজব' ও 'ভুল তথ্য' ছড়ানোর প্রস্তাবিত অপরাধ-সংক্রান্ত ২৬ক ধারা বাদ দিতে হবে।

২.৩। কনটেন্ট অবরোধের ক্ষমতা সীমিত করা এবং সুরক্ষাব্যবস্থা বজায় রাখা: কনটেন্ট অবরোধের ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্তৃপক্ষের পরিধি বাড়ানো উচিত নয়। গুজব, ভুল তথ্য, মানহানিকর উপাদান এবং রাষ্ট্রকে অপমান বা অসম্মান করে—এমন উপাদানসংক্রান্ত

প্রস্তাবিত ভিত্তিগুলো, পাশাপাশি ‘ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে’—এমন প্রস্তাবিত মানদণ্ড, বাদ দিতে হবে। বিদ্যমান ভিত্তিগুলো পর্যালোচনা করে সেগুলোকে সুনির্দিষ্ট ও সীমিতভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। সাইবার সুরক্ষা আইন (সিপিএ)-এর ৮(৩) ও ৮(৪) ধারায় নির্ধারিত সুরক্ষাব্যবস্থা—অবরুদ্ধ কনটেন্টের তথ্য প্রকাশ, দ্রুত সাইবার ট্রাইব্যুনালের তদারকি এবং অনুমোদন না পেলে কনটেন্ট পুনর্বহাল—বজায় রাখতে হবে। অবরোধের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি জানানোর প্রস্তাবিত ব্যবস্থাটিও বহাল রাখা উচিত; তবে সাইবার সুরক্ষা এজেন্সি ও সাইবার ট্রাইব্যুনালের ভূমিকা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানদণ্ড এবং অবরোধ প্রত্যাহারের সময়সীমা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে।

২.৪। জাতীয় সাইবার সুরক্ষা কাউন্সিলের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা: কাউন্সিলে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপারসনের সদস্যপদ বহাল রাখতে হবে। অতিরিক্ত মন্ত্রী ও সচিব অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে হবে এবং মানবাধিকার, সাইবার নিরাপত্তা ও প্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষতাসম্পন্ন সদস্য অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

২.৫। মতপ্রকাশ-সম্পর্কিত অপরাধে পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তারের ক্ষমতা বাদ দেওয়া: ২৫ ধারা থেকে ‘মানহানি’, ‘হেয় প্রতিপন্ন করা’ ও ‘বুলিং’-এর প্রস্তাবিত অপরাধগুলো বাদ দিতে হবে এবং মতপ্রকাশ-সম্পর্কিত অপরাধগুলোকে আমলযোগ্য করা যাবে না।

২.৬। সাইবার ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার ও সক্ষমতা জোরদার: সাইবার অপরাধের বিচার বিভিন্ন আদালতের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। এ ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে মোবাইল কোর্টের প্রস্তাবিত এখতিয়ার বাদ দিতে হবে। এবং এ আইনের অধীন অপরাধের বিচার করার জন্য প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতা প্রদানের বিধানটি বাদ দিতে হবে।

২.৭। মতপ্রকাশ-সম্পর্কিত অপরাধে প্রতিষ্ঠানের ওপর অসামঞ্জস্যপূর্ণ দায় আরোপের বিধান প্রযোজ্য না করা: ২৫ ও ২৬ক ধারায় প্রস্তাবিত মতপ্রকাশ-সম্পর্কিত অপরাধ এবং ২৬ ধারায় বিদ্যমান মতপ্রকাশ-সম্পর্কিত অপরাধের ক্ষেত্রে ২৯ ধারায় নির্ধারিত নিবন্ধন বা লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিতকরণ কিংবা কার্যক্রম নিষিদ্ধকরণের শাস্তি প্রযোজ্য হওয়া থেকে অব্যাহতি দিতে হবে।

******